TRANSLATION DEPARTMENT
(DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৮২
WEEKLY BOOKLET-482

(ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব
"মিনহাজুল আবেদীন" থেকে তৃতীয় পর্ব)

নাজাতদানকারী বাণীসমূহ

তাওয়াক্কুল সৃষ্টির উপায় ০২
আত্মঅহমিকার চিকিৎসা ০৭
নেয়ামতকে স্থায়ী রাখার উপায় ১৫
ঈর্ষণীয় কে? ২১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নাজাতদানকারী বাণীসমূহ

আত্তারের দোয়া: ইয়া আল্লাহ পাক! যে কেউ রিসালা **"নাজাতদানকারী বাণীসমূহ"** পড়বে বা শুনবে, তাকে ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উসিলায় নিজের সংশোধনের তৌফিক দান করুন এবং তাকে তার পিতামাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বাণী: তোমরা তোমাদের মজলিসগুলোকে আমার ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে সুশোভিত করো। কারণ আমার ওপর তোমাদের দরুদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আল্লাহ পাককে ধৈর্যশীল বলা কেমন?

আল্লাহ পাকের জন্য ধৈর্যশীল শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, তিনি অপরাধীদের ওপর থেকে শাস্তি স্থগিত রেখেছেন এবং তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়ো করেন না। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১২৩)**

www.dawateislami.net

২. হে ভাইয়েরা! ধৈর্য তো জান্নাতুল ফিরদাউসের ধনভাণ্ডার!

যখন তোমাদের হাত থেকে কোনো কিছু চলে যায় (অর্থাৎ হারিয়ে যায়), তখন চেষ্টা করো যেন দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ ধৈর্য) না হারায়।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

৩. রাবুবিয়্যাত ও উবুদিয়্যাত-এর অর্থ

জনৈক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: উবুদিয়্যাত (অর্থাৎ বান্দা হওয়া) কী এবং রাবুবিয়্যাত (অর্থাৎ রব হওয়া) কী? তিনি ইরশাদ করলেন: রব হওয়া হলো আল্লাহ পাক যা চান তা-ই নির্দেশ দেবেন এবং বান্দা হওয়া হলো তাঁর প্রতিটি নির্দেশে সন্তুষ্ট থাকা। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩৩)**

৪. তাওয়াক্কুল সৃষ্টির উপায়

আল্লাহ পাক যখন কখনো তোমার থেকে দুনিয়া বা রিযিক আটকে দেন, তখন তুমি বলো: হে নফস! আল্লাহ পাক তোর অবস্থা তোর চেয়ে বেশি জানেন এবং তিনি তোর ওপর সবচেয়ে বেশি দয়ালুও। যেখানে তিনি কুকুরকে বরং অমুসলিমকে তাঁর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও রিযিক দেন, সেখানে আমি তো তাঁর বান্দা, তাঁকে চিনেছি এবং এক বলে স্বীকার করেছি; তিনি কি আমাকে একটি রুটিও দিতে পারবেন না? হে নফস! ভালো করে জেনে রাখো যে, তিনি কোনো বড় উপকারের জন্যই তোর থেকে রিযিক আটকে রেখেছেন এবং অচিরেই আল্লাহ পাক কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন, অতএব সামান্য ধৈর্যধারণ কর। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩৮)**

www.dawateislami.net

৫. বিপদে ধৈর্য

হে দুঃখ-কষ্টে বন্দি ব্যক্তি! (মনোযোগ দাও) যখন তোমার সংকট তীব্র হবে তখন সূরা আলাম নাশরাহ-তে গভীরভাবে চিন্তা করো; তুমি দেখতে পাবে যে, একটি সংকটের আলোচনা দুটি স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে রয়েছে। যখন তুমি এটি বারবার পড়বে তখন আনন্দিত হবে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

৬. নফসকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার পদ্ধতি

নফস খুব বেশি মন্দের আদেশ দেয়, মন্দের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং ফিতনার শখ রাখে। একে কঠোরভাবে ভয় দেখিয়েই এই (গুনাহপূর্ণ) বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখা সম্ভব। প্রকৃতিগতভাবে এটি এমন লাগামহীন যাতে না আছে লজ্জা, আর না আছে বিশ্বস্ততা। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩৯)

৭. সত্য আগ্রহ

দুঃখ: আহার থেকে বিরত রাখে। ভয়: গুনাহ থেকে বিরত রাখে। আশা: ইবাদতের সাহস সৃষ্টি করে এবং মৃত্যুর স্মরণ: অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বিমুখ করে। যে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে চিনে নেয়, তার জন্য চেষ্টা করা সহজ হয়ে যায়। যার কোনো বস্তু পছন্দ হয়ে যায় এবং তা পাওয়ার জন্য মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, তখন বান্দা তার জন্য প্রতিটি কষ্ট সহ্য করে এবং কোনো ব্যথার পরোয়া করে না।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৪০)

www.dawateislami.net

৮. জান্নাতি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

বিপদ ও সংকীর্ণতা সহ্য করা তার কোনো ক্ষতি করে না যার ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস। তুমি তাকে (অর্থাৎ যার ঠিকানা জান্নাত) দুঃখে মগ্ন, ভীতসন্ত্রস্ত, বিচলিত এবং জরাজীর্ণ পোশাকে মসজিদের দিকে যেতে দেখবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৪১)

৯. জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এর খোদাভীতি

বর্ণিত আছে যে, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত আকা, উভয় জগতের দাতা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام -কে (আল্লাহ পাকের গোপন ফয়সালার ভয়ে) কাবা শরীফের গিলাফ ধরে কান্নাকাটি করতে এবং এই দোয়া করতে দেখলেন যে, "হে আল্লাহ! আমার নাম পরিবর্তন করে দিও না এবং আমার দেহ বিকৃত করো না।"

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৪৬)

১০. দুঃখ তিন প্রকারের

কতিপয় বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ইরশাদ করেছেন যে, দুঃখ তিন প্রকার: (১) আনুগত্য ও নেক কাজের দুঃখ যে, হয়তো তা কবুল হবে না। (২) গুনাহ ও অবাধ্যতার দুঃখ যে, হয়তো তা ক্ষমা করা হবে না। (৩) মারেফাতে ইলাহী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয়) হারানোর দুঃখ যে, কোনো সময় তা যেন ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৫৫)

www.dawateislami.net

১১. কখন ভয় এবং কখন আশা থাকা উচিত?

যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো যে, কোনো বিশেষ অবস্থায় ভয় এবং আশার মধ্যে কোনো একটিকে কি প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে? তবে জেনে রাখ যে, যদি বান্দা সুস্থ ও সবল অবস্থায় থাকে তবে 'ভয়' থাকা বেশি উত্তম; আর অসুস্থতা ও দুর্বলতার অবস্থায় 'আশা' থাকা উত্তম। বিশেষ করে যখন পরকালের সফরের (অর্থাৎ মৃত্যুর) সময় হবে তখন আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা প্রবল থাকা উচিত। আমি (অর্থাৎ ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) উলামায়ে কেরাম থেকে এমনই শুনেছি। এর কারণ হলো হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: "আমি সেই সব মানুষের কাছে থাকি যাদের অন্তর আমার ভয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৪, উক্তি নম্বর: ৪৬৬৪) (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৫৬)

১২. আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণা

আল্লাহ পাকের প্রতি হুসনে যন (অর্থাৎ সুধারণা)-এর মানে হলো; তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা, তাঁর আজাবকে ভয় করা এবং তাঁর ইবাদতে প্রচুর পরিশ্রম করা হবে। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৫৬)**

১৩. যেমন আশা তেমন কাজ

তোমরা মুক্তির আশা রাখো অথচ তার পথে চলো না; শোনো! নৌকা কখনো শুকনো মাটিতে চলতে পারে না। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৫৭)**

www.dawateislami.net

১৪. মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা, ধোঁকা ও গাফিলতি

ইবাদতে পরিশ্রম ও চেষ্টা ছাড়া সুধারণা রাখা প্রকৃতপক্ষে সুধারণা নয়, বরং তা হলো মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা, ধোঁকা ও গাফিলতি। এই মৌলিক কথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, নেককারদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করো এবং গাফিলতির ঘুম থেকে জাগ্রত হও। আর তৌফিক দানকারী তো একমাত্র আল্লাহ পাকই। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৫৭)

১৫. কৃপণ ও রিয়াকারের ওপর জান্নাত হারাম

হুজুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: জান্নাত কথা বলল এবং বলল: "আমি প্রত্যেক কৃপণ এবং রিয়াকারের (লোক দেখানো আমলকারী) জন্য হারাম।"

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৫২/১৫১, হাদিস: ৬১৩৩) (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৬০)

১৬. সূরা ওয়াকিয়াহ-এর বরকত

রিযিকের ক্ষেত্রে অভাব ও সংকীর্ণতার সময় সূরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করা সম্পর্কে হুজুর নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ থেকে হাদিস ও ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে। এমনকি ওফাতের সময় যখন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে এই বিষয়ে তিরস্কার করা হলো যে, আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কোনো সম্পদ রেখে যাননি, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: আমি তাদের জন্য সূরা ওয়াকিয়াহ রেখে যাচ্ছি। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৬৫)

www.dawateislami.net

১৭. সূরা ওয়াকিয়াহ অল্পেতুষ্টি সৃষ্টি করে

অধিকাংশ সময় তুমি সূরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করার পর অন্তরে অল্পেতুষ্টি অনুভব করবে এবং দুর্বলতা ও অধিক আহারের লোভ দূরীভূত হতে দেখবে। এছাড়া তুমি নিজের মাঝে পানাহার থেকে একপ্রকার অমুখাপেক্ষিতা অনুভব করবে; যে এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে এই বিষয়গুলো ভালোভাবেই জানে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৬৬)

১৮. আত্মঅহমিকার চিকিৎসা

আত্মঅহমিকার (নিজেকে পছন্দ করা) হাকিকত হলো নিজের নেক আমলকে বড় মনে করা। আর আত্মঅহমিকার বিপরীত হলো অনুগ্রহকে স্মরণ করা; অর্থাৎ বান্দা মনে করবে যে এই আমলটি আল্লাহ পাকের তৌফিকের মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হয়েছে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৬৬-১৬৭)

১৯. এটি কি প্রকাশ্য ক্ষতি নয়?

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ
یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ হন, যিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যায় যমীনসমূহ। নির্দেশ সেগুলোর মধ্যখানে অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পারো যে,আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন। (সূরা তালাক্ব, পারা: ২৮, আয়াত: ১২)

www.dawateislami.net

এখানে আল্লাহ পাক যেন এটি ইরশাদ করছেন: আসমান এবং এর মাঝে যা কিছু আছে আমি সৃষ্টি করেছি এবং এতে আমার কারুকার্যের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে। আর তোমার দেখার জন্য আমি যথেষ্ট বলে জানি যাতে তুমি জেনে নাও যে, আমি ক্ষমতাবান এবং আলিম (অর্থাৎ মহাজ্ঞানী)। অথচ তোমার অবস্থা এই যে, ত্রুটি ও দোষে ভরপুর মাত্র দুই রাকাত নামায পড়ো কিন্তু তুমি একে যথেষ্ট মনে করো না যে, আমি তোমাকে দেখছি, তোমার আমল সম্পর্কে জানি, তোমার প্রশংসা করছি এবং তোমার আমল কবুল করছি। বরং তুমি চাও যেন মানুষ তোমার আমল সম্পর্কে জানুক এবং এর কারণে তোমার প্রশংসা করুক। এটি কি বিশ্বস্ততা? এটি কি বুদ্ধিমত্তা? কোনো বুদ্ধিমান কি নিজের জন্য এটি পছন্দ করে? তোমার জন্য আফসোস! তুমি কি নির্বোধ?

যদি কোনো ব্যক্তির কাছে একটি মূল্যবান পাথর থাকে যা বিক্রি করে সে এক লক্ষ দিনার পেতে পারত, কিন্তু সে তা মাত্র এক পয়সায় বিক্রি করে দেয়, তবে এটি কি চরম বোকামি এবং বিরাট ক্ষতি নয়? অবশ্যই এটি তার অল্প বুদ্ধিরই প্রমাণ। ঠিক এভাবেই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের তুলনায় বান্দার পক্ষ থেকে মানুষের প্রশংসার প্রত্যাশী হওয়া লক্ষ দিরহাম বরং দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছুর তুলনায় এক পয়সার তুচ্ছ হওয়ার চেয়েও বেশি হীন। এটি কি প্রকাশ্য ক্ষতি নয় যে, তুমি এমন তুচ্ছ প্রশংসার বিনিময়ে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে প্রাপ্ত অমূল্য সম্মান ও মর্যাদা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করো? **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৬৯)**

www.dawateislami.net

২০. মানুষ কোনো কিছুর মালিক নয়

যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে তাঁর ভয়ে একনিষ্ঠভাবে আমল করে। আর মানুষ তো কোনো কিছুর মালিক নয়, তবে তুমি কেন তাদের জন্য বৃথা লোক দেখানো কাজ করো?

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৭১)

২১. মন্দ এবং মূর্খ মানুষ

তোমার মর্যাদা তো এই যে, যদি তুমি তোমার শহরের সরদারের (কোনো বড় অফিসারের অফিসে সাক্ষাতের জন্য) প্রবেশের অনুমতি চাও তবে সে প্রায়ই তোমাকে অনুমতি দেয় না। যদি তোমার মহল্লার কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির (যেমন এমপি বা এমএনএ ইত্যাদি) সাথে কথা বলতে চাও তবে প্রায়ই সে তোমার সাথে কথা বলে না। আর যদি তুমি তোমার বাদশাহকে সিজদাও করো তবুও অধিকাংশ সময় সে তোমার দিকে মনোযোগ দেয় না। অথচ আল্লাহ পাক তোমাকে অনুমতি দিয়ে রেখেছেন যে, তুমি তাঁর ইবাদত করো, তাঁর প্রশংসা করো, তাঁর সাথে কথা বলো বরং মন খুলে তোমার দুঃখ-কষ্ট তাঁর কাছে পেশ করো, তোমার প্রয়োজনগুলো তাঁর কাছে চাও এবং তোমার কঠিন বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো। তদুপরি তিনি তোমার ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় করা দুই রাকাত নামাযেও সন্তুষ্ট হয়ে যান, এমনকি সেগুলোর ওপর এমন সাওয়াব দান করেন যা কোনো মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু তবুও তুমি তোমার এই দুই রাকাতের ওপর আত্মঅহমিকায় লিপ্ত আছো, এগুলোকে অনেক কিছু মনে করছো এবং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দিকে নজর রাখছো না। তবে তুমি কতই না মন্দ খাদেম এবং কেমন মূর্খ মানুষ?

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের কাছেই সাহায্যের আবেদন এবং তাঁরই দরবারে এই জাহেল নফসের বিরুদ্ধে অভিযোগ। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৭৪)

২২. আল্লাহ পাকের জন্য একনিষ্ঠ দুই রাকাত

যখন রাতে তুমি দুই রাকাত নামাযে দাঁড়াও তখন কল্পনা করো যে, এই রাতে আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য কত খাদেম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বনে-জঙ্গলে, সমুদ্রে, পাহাড়ে এবং শহরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে অবিচল ব্যক্তিগণ, সিদ্দিকীন, খোদাভীতিসম্পন্ন লোক, দিদারে ইলাহীর অনুরাগী, কঠোর সাধনা ও মুজাহাদাকারী, বিনয়ী এবং দুনিয়া বিমুখ মানুষ রয়েছে। চিন্তা করো যে, এই সময়ে খোদায়ী দরবারে খোদাভীতিতে কম্পিত প্রাণ, পবিত্র দেহ, ক্রন্দনরত চক্ষু, আবাদ অন্তর, পবিত্র বক্ষ এবং পরিচ্ছন্ন অঙ্গসমূহ দ্বারা কতই না নিখুঁত ও একনিষ্ঠ ইবাদত ও খিদমত পেশ করা হচ্ছে। আর রইল তোমার নামায; যদিও তুমি একে ভালোভাবে আদায় করার জন্য একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সাথে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছ, কিন্তু তবুও এই শাহেনশাহে আযম (আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত)-এর দরবারে পেশ করার যোগ্য কোথায়? আর সেই ইবাদতগুলোর তুলনায় এর কী মর্যাদা যা সেখানে পেশ করা হচ্ছে? দেহ গুনাহ দ্বারা কলুষিত ও অপবিত্র ছিল এবং জিহ্বা অনর্থক ও গুনাহপূর্ণ কথায় লিপ্ত ছিল; তবে এমন নামায তাঁর সুউচ্চ দরবারে পেশ করার যোগ্য কীভাবে হয় এবং এতে এই যোগ্যতা কোথায় ছিল যে, একে রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে নজরানা হিসেবে পেশ করা যায়? (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৭৫)

www.dawateislami.net

২৩. কখনো কি এমন চেষ্টা করেছ?

(ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে,) আমাদের শায়খ বলেছেন: হে নির্বোধ! চিন্তা কর! তুই কি কখনো তোর কোনো নামায আসমানের দিকে পাঠানোর ক্ষেত্রে এমন চেষ্টা করেছিস যেমনটি তুই ধনীদের বাড়িতে খাবার পাঠানোর সময় করিস? (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৭৫)

২৪. আপাদমস্তক অপরাধী আমি, করুণার দৃষ্টি চাই

হযরত সায়্যিদুনা আতা সুলাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত নিখুঁত ও সুন্দরভাবে একটি কাপড় বুনে তৈরি করলেন। তারপর তা নিয়ে বাজারে গেলেন এবং একজন কাপড় বিক্রেতাকে দেখালেন। কিন্তু সে দাম খুব কম বলল এবং বলল: এতে তো এই এই খুঁত রয়েছে। তিনি কাপড়টি ফেরত নিলেন এবং বসে প্রচুর কাঁদলেন। দোকানদার নিজের আচরণের জন্য লজ্জিত হলো, সে ক্ষমা চাইল এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত দামে কাপড়টি নিতে রাজি হয়ে গেল। তিনি বললেন: বিষয়টি তুমি যা ভাবছ তা নয়; এটি আমার পেশা এবং আমি এই কাপড়টি তৈরি করার সময় এর সৌন্দর্য ও মজবুতিতে আমার সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করেছি, এমনকি আমার দৃষ্টিতে এতে কোনো খুঁত ধরা পড়েনি। তারপর যখন আমি একে খুঁত সম্পর্কে অবগত এক বিশেষজ্ঞের কাছে পেশ করলাম তখন সে এতে এমন সব খুঁত বের করল যা থেকে আমি গাফেল ছিলাম। তবে কাল যখন রাব্বুল আলামীনের সামনে আমাদের আমলগুলো পেশ করা হবে, তখন তাতে কত না খুঁত ও ত্রুটি প্রকাশ পাবে যা সম্পর্কে আজ আমরা অজ্ঞ। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৭৬-১৭৭)

www.dawateislami.net

২৫. মকবুল আমলের সওয়াব

মহান তাবেঈ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নাখঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: অমুক অমুক আমলের সওয়াব কত? তিনি বললেন: আমল যখন কবুল হয়ে যায় তখন তার সাওয়াব গণনা করা যায় না।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৭৭)

২৬. রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর নিষ্ঠা

হযরত বিবি রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন: আমার যে আমলই প্রকাশ হয়ে যায়, আমি তাকে কোনো গণনার মধ্যে ধরি না।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৮০)

২৭. নফসকে ইবাদতের অভ্যাস করান

হযরত উস্তাদ আবুল ফজল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: আমি জানি যে, আমার ইবাদতগুলো কবুল নয়। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আমি জানি কবুল হওয়ার জন্য আমল কোন বিষয়গুলোর মুখাপেক্ষী এবং এটিও জানা আছে যে, আমি সেই বিষয়গুলো যথাযথ আদায় করতে পারি না। তাই আমি জানি যে, আমার ইবাদতগুলো কবুল নয়। আরজ করা হলো: তবে আপনি ইবাদত কেন করেন? ইরশাদ করলেন: এই আশায় যে, কোনো দিন আল্লাহ পাক আমার সংশোধন করে দেবেন, তখন নফস নেক কাজে অভ্যস্ত হয়ে থাকবে এবং তখন আমাকে নতুন করে নফসকে ইবাদতের দিকে ফেরাতে হবে না। এই অবস্থা ছিল সেই সব মানুষের যারা ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করতেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৮০)

www.dawateislami.net

২৮. সবচেয়ে বড় উপহার

ইবাদত সমাপ্তির সময় অন্তরে এর (অর্থাৎ আল্লাহর তৌফিক ও অনুগ্রহের) কথা বারবার স্মরণ করবে এবং আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। তবে এই পদ্ধতি তোমাকে লোক দেখানো মানসিকতা ও আত্মঅহমিকা থেকে দূরে রাখবে, তোমাকে নিছক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করতে উৎসাহিত করবে এবং সকল অবস্থায় তোমার ওপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ স্মরণে নিয়োজিত রাখবে। এভাবে তুমি এমন মকবুল ইবাদত লাভে ধন্য হবে যাতে কোনো ত্রুটি নেই। আর ধরে নেওয়া যাক, যদি এমন ইবাদত জীবনে একবারই অর্জিত হয় এবং আর কখনো নসিব না হয়, তবে নিঃসন্দেহে প্রকৃতপক্ষে এটিই বড় ইবাদত। আমি শপথ করে বলছি! যদিও এমন ইবাদতের সংখ্যা কম হয় কিন্তু সেগুলোর কদর ও মর্যাদা অনেক বেশি, উপকার অনেক বেশি এবং পরিণাম অনেক শুভ। এমন তৌফিক খুব কম জোটে এবং এই বিষয়ের সাথে বান্দার ওপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ অনেক বড়। এখন বলো যে, এই উপহারের চেয়ে বড় উপহার কোনটি হতে পারে যা সারা জাহানের রব কবুল করে নেন?

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৮৬)

২৯. শোকর কী?

বান্দার পক্ষ থেকে শোকর হলো এমন এক সম্মান যা তাকে তার উপকারকারীর প্রতি বেয়াদবি করা থেকে বিরত রাখে। আর (বান্দার মধ্যে) এই গুণটি উপকারকারীর অনুগ্রহ স্মরণ করা এবং অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির অকৃতজ্ঞতার কারণে তার মন্দ পরিণাম স্মরণ করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৮৯)

www.dawateislami.net

৩০. একটি দ্বীনি মাসআলার স্বাদ

আল্লাহ পাক যাদেরকে কোনো দ্বীনি নেয়ামত, ইলম বা আমল দ্বারা বিশেষিত করেছেন, বাস্তবে তারাই সেই নেয়ামতের কদর ও মর্যাদা বেশি অনুধাবনকারী, তার বেশি সম্মান প্রদর্শনকারী এবং সবচেয়ে বেশি তার শোকর আদায়কারী হবেন। কাউকে আল্লাহ পাক তা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন; তবে তা তাদের ভাগ্য অনুযায়ী নেয়ামতের প্রতি তাদের উদাসীনতা এবং সম্মান করার ক্ষেত্রে ত্রুটির কারণে বঞ্চিত রেখেছেন। তদুপরি যদি ইলম ও ইবাদতের সম্মান সাধারণ মানুষ ও বাজারের লোকদের অন্তরেও তেমনই হতো যেমনটি উলামা ও ইবাদতগুজারদের অন্তরে রয়েছে, তবে তারা কখনো বাজারকে প্রাধান্য দিত না বরং বাজার ত্যাগ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যেত। তুমি কি দেখ না যে, যখন কোনো ফকীহ (আলেম) এমন কোনো মাসআলা সমাধান করে নেন যা আগে তার কাছে অস্পষ্ট ছিল, তখন তার অন্তর কীভাবে আনন্দে নেচে ওঠে এবং প্রশান্তি কতটা বেড়ে যায়? তার অন্তরে এর মর্যাদা এত বেড়ে যায় যে, যদি তাকে লক্ষ দিনারও দেওয়া হতো তবে সে এত খুশি হতো না। অনেক সময় এমনও হয় যে, ফকীহ কোনো দ্বীনি মাসআলায় আটকে যান, তবে তিনি বছর ধরে বরং ১০ বছর পর্যন্ত বরং ২০ বছর পর্যন্ত তাতে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকেন কিন্তু তবুও ক্লান্ত হন না এমনকি যখন আল্লাহ পাক তাকে এর জ্ঞান দান করেন। তখন তিনি একে আল্লাহ পাকের অনেক বড় এহসান এবং মহান নেয়ামত মনে করেন এবং এর মাধ্যমে নিজেকে সম্পদশালীদের চেয়ে বড় সম্পদশালী এবং মর্যাদাশালীদের চেয়ে বড় মর্যাদাশালী মনে করেন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৩)

www.dawateislami.net

৩১. নেয়ামতকে স্থায়ী রাখার উপায়

তুমি যখনই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হও, তা নিজের নফসের কারণেই হও। অতএব প্রাণপণ চেষ্টা করো যাতে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কদর বুঝতে পারো এবং যথাযথভাবে তার সম্মান করো। তবেই তুমি এই নেয়ামতের যোগ্য হয়ে উঠবে এবং তখন রব তায়ালা নেয়ামতটি তোমার কাছে স্থায়ী রেখে তোমার ওপর এহসান করবেন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৪)

৩২. নেয়ামতের মূল্যায়ন না করা ব্যক্তির অবস্থা

সেই বাদশাহ যিনি তাঁর কোনো গোলামকে সম্মান দান করেন, তাকে বিশেষ পোশাক পরান, নিজের নৈকট্য দান করেন এবং তাকে তাঁর সমস্ত খাদেমের সরদার বানিয়ে দেন; তারপর তাকে তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন এবং অন্যদিকে এই আদেশ জারি করেন যে, তার জন্য অমুক স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করা হোক, উন্নত সিংহাসন বিছানো হোক, হরেক রকম খাবার সাজানো হোক, তার জন্য খাদেমরা হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকুক যাতে যখন সে বাদশাহর খিদমত থেকে ফিরে আসে তখন তাকে সেই প্রাসাদে মর্যাদার সাথে বাদশাহর মতো রাখা হয়।

এখন বাদশাহর খিদমত এবং নিজের বাদশাহ হওয়ার মধ্যবর্তী দিনের এক মুহূর্ত বা তার চেয়েও কম সময় বাকি থাকে এবং এই সময় এই গোলাম বাদশাহর দরজায় পশুদের দেখাশোনা করা কোনো চাকরকে রুটির টুকরো খেতে বা কোনো কুকুরকে হাড় চিবোতে দেখে বাদশাহর খিদমত ছেড়ে দিয়ে তাদের দেখার মধ্যে মশগুল হয়ে যায় এবং রাজকীয় পুরস্কারের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে রুটি খাওয়া চাকরের দিকে ছুটে যায় এবং নিজের হাত বাড়িয়ে তার কাছে রুটির টুকরো চাইতে শুরু করে বা হাড়ের

www.dawateislami.net

জন্য কুকুরের সাথে লড়াই শুরু করে এবং তাদের প্রতি ঈর্ষা করে তাদের এই অবস্থাকে বড় মনে করতে শুরু করে তবে বাদশাহ যখন এই লোকটিকে এই অবস্থায় দেখবেন তবে কি তিনি এটি বলবেন না যে, এই নির্বোধ এবং হীন ব্যক্তি আমার দেওয়া সম্মানের মর্যাদা বুঝল না? আর আমি তাকে যে দামী পোশাক দান করেছি, নিজের দরবারে নৈকট্য দিয়েছি, তার ওপর আমার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করেছি এবং তার জন্য সম্পদের ভাণ্ডার ও হরেক রকমের নেয়ামত প্রস্তুত করেছি, সে সেগুলোর কদর ও গুরুত্ব বুঝলই না। সে তো মস্ত বড় মূর্খ এবং তার জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞানই নেই; তার থেকে সমস্ত পুরস্কার ও সম্মান ছিনিয়ে নাও এবং তাকে আমার দরজা থেকে দূর করে দাও। তবে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ইবাদতগুজারের অবস্থা এমনই হয়, অথচ আল্লাহ পাক তাকে ইবাদত, নেয়ামত, শরীয়ত এবং আহকামের পরিচয় দিয়ে ধন্য করেছেন কিন্তু সে সেগুলোর কদর ও মর্যাদা চিনে না।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৫)

৩৩. দুনিয়ার সম্পদ মুসিবত

দুনিয়ার সম্পদ তো একটি মুসিবত যাতে আল্লাহ পাক প্রতিটি অমুসলিম, ফেরাউন, বেদ্বীন এবং জাহেল ও ফাসেককে লিপ্ত করেন যারা তাঁর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। আর তিনি এই তুচ্ছ দুনিয়াকে প্রতিটি নবী, সিদ্দিক এবং আলেম ও আবেদ থেকে দূরে রাখেন যারা তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি। এমনকি অনেক সময় তাদের রুটির টুকরো এবং তালি দেওয়া কাপড়ও নসিব হয় না এবং আল্লাহ পাক তাদের ওপর এহসান প্রকাশ করেন যে, তিনি তাদের দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা কলুষিত করেননি।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৭)

www.dawateislami.net

ব্যাখ্যা: হযরত আবু সাফওয়ান রুয়াইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে আরজ করা হলো: আল্লাহ পাক যে দুনিয়ার নিন্দা কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ইরশাদ করলেন: প্রতিটি সেই কাজ যা তুমি দুনিয়াতে দুনিয়ার খাতিরে করো তা নিন্দনীয় এবং প্রতিটি সেই কাজ যার দ্বারা আখেরাত (অর্থাৎ সওয়াব) উদ্দেশ্য হয় তা দুনিয়া নয়।

(কুতুল কুলুব, ২/৪৪৪)

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখছেন: কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ -এর কাছে সম্পদ ছিল কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা। (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩/৩২৮) যখন বান্দা আখেরাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দুনিয়া থেকে কিছু গ্রহণ করবে তখন তাকে দুনিয়াদার বলা হবে না বরং তার ক্ষেত্রে দুনিয়া আখেরাতের খেত হবে। (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩/২৭২) অতএব হযরত দাউদ ও সুলায়মান عَلَيْهِمَا السَّلَام -এর বাদশাহী এবং কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের সম্পদশালী হওয়ার কারণে তাদের ওপর আপত্তি করা যাবে না।

৩৪. আপনজনদের থেকে আরাম-আয়েশের দূরত্ব

আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা মূসা এবং হযরত সাইয়্যিদুনা হারুন عَلَيْهِمَا السَّلَام -কে বললেন: আমি যদি চাই তবে তোমাদের এমন শোভা ও সৌন্দর্য দান করব যা দেখে ফেরাউন বুঝতে পারবে যে, এমন সৌন্দর্য তার ক্ষমতার বাইরে; আর আমি অবশ্যই এমন করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাদের দুজনের থেকে দুনিয়া দূরে সরিয়ে তোমাদের তা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেব এবং আমি আমার বন্ধুদের সাথে এমনই করি। আমি

www.dawateislami.net

তাদেরকে দুনিয়াবি নেয়ামত থেকে এভাবেই দূরে রাখি যেমন দয়ালু রাখাল তার উটগুলোকে চর্মরোগাক্রান্ত উটগুলো থেকে দূরে রাখে। আমি তাদেরকে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে এই জন্য দূরে রাখি না যে, আমার কাছে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই, বরং এই জন্য যে, তারা আমার পক্ষ থেকে সম্মান ও পুরস্কার পরিপূর্ণরূপে লাভ করুক।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৭)

৩৫. অনেক বড় নেয়ামত

একবার রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে এটি বলতে শুনলেন: "اَلْحَمْدُلِلّٰهِ عَلَى الْاِسْلَام অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যে, তিনি ইসলাম দান করেছেন।" তখন ইরশাদ করলেন: নিশ্চয়ই তুমি অনেক বড় নেয়ামতের ওপর আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও গুণগান করছ। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/১১৯, হাদিস: ৪৪৯৮) (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা ১৯৮)**

৩৬. শোকর আদায়ের সর্বোত্তম বাক্য

বর্ণিত আছে যে, শোকর আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বোত্তম বাক্য হলো এটি যে, বান্দা বলবে: اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَدَانَا اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাদের ওপর নেয়ামত দান করেছেন এবং আমাদের দ্বীনে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৮)**

www.dawateislami.net

৩৭. দ্বীনের কদর করুন

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: যে ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে নির্ভয় হবে তার থেকে দ্বীন ছিনিয়ে নেওয়া হবে। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৮)**

৩৮. ঈমান রক্ষার দোয়া

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: তোমরা কীভাবে নির্ভয় হতে পারো অথচ হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর রবের দরবারে (অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে) দোয়া করেছেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করেছেন: تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমাকে মুসলমানরূপে উঠাও। **(পারা: ১৩, সূরা: ইউসূফ, আয়াত: ১০১)** "হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বদা এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! নিরাপত্তা দান করো, নিরাপত্তা দান করো।" দেখে মনে হতো যেন তিনি নৌকায় আছেন এবং ডুবে যাওয়ার ভয়ে আছেন। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৯)**

৩৯. যেন ইসলাম ছিনিয়ে না নেওয়া হয়!

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আসবাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, একবার আমি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -কে সারা রাত কাঁদতে দেখলাম, তখন আরজ করলাম: আপনি গুনাহের জন্য এত কাঁদেন? তিনি একটি খড়কুটা তুললেন এবং বললেন: গুনাহ তো আল্লাহ পাকের কাছে এই খড়কুটা থেকেও বেশি তুচ্ছ; আমি তো এই আশঙ্কায় কাঁদছি যে, যেন আল্লাহ পাক আমার কাছ থেকে ইসলাম না ছিনিয়ে নেন। اَلْعِيَاذُ بِاللهِ (আল্লাহ পাকের পানাহ।) **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৯)**

www.dawateislami.net

৪০. অকৃতজ্ঞতা ধ্বংসের কারণ

জনৈক আরিফ বিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয় রাখা) বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, কোনো এক নবী عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের কাছে বালআম বিন বাউরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে এত সম্মান ও মর্যাদার পর কীভাবে অভিশপ্ত হয়ে গেল? তবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: আমি তাকে যা দিয়েছিলাম তার ওপর সে একদিনও আমার শোকর আদায় করেনি। যদি সে একবারও আমার শোকর আদায় করত তবে আমি তার থেকে আমার দানগুলো ফিরিয়ে নিতাম না।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৯৯)

৪১. এক বছরেই পূর্ণতার মাকাম

হযরত বিবি রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বয়স্ক বাঁদি ছিলেন। তাঁকে বসরার বাজারে ঘোরানো হতো কিন্তু বয়স বেশি হওয়ার কারণে কেউ কেনার আগ্রহ দেখাত না। তারপর এক বণিকের তাঁর ওপর দয়া হলো এবং সে তাঁকে একশ দিরহামে কিনে মুক্ত করে দিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আখেরাতের পথ অবলম্বন করলেন (অর্থাৎ দিনরাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন)। এখনো এক বছরও পূর্ণ হয়নি যে, তাঁর মাকাম ও মর্যাদার উচ্চতার কারণে বসরার উলামা ও মাশায়েখদের মধ্যে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ২০৩)**

৪২. ফারূকী আকাঙ্ক্ষা

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কাউকে এই আয়াতে মুবারাকা পড়তে শুনলেন:

www.dawateislami.net

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ : নিশ্চয় মানুষের উপর এক সময় এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে,কোথাও তার নাম পর্যন্ত ছিলো না।

(পারা: ২৯, সূরা: দাহর, আয়াত: ১)

তখন ইরশাদ করলেন: হায়! এই অবস্থাটি যদি এমনই থাকত (মানুষ জন্মাত না এবং হিসাবের আওতায় আসত না)।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ২০৫)

৪৩. মানুষ নির্বোধ

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব মুনাব্বেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: মানুষকে নির্বোধ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি মানুষের মধ্যে নির্বুদ্ধিতা না থাকত তবে কখনো জীবন উপভোগ করতে পারত না। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ২০৫)**

৪৪. ঈর্ষণীয় কে?

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন ইয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি বড় কোনো নেক বান্দার ওপরও ঈর্ষা করি না; এই মানুষগুলো কি কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখবে না? আমি তো তার ওপর ঈর্ষা করি যে জন্মগ্রহণই করেনি। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ২০৫)**

৪৫. অস্তিত্বহীন হওয়ার আনন্দ

হযরত সায়্যিদুনা আতা সুলাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যদি আগুন জ্বালিয়ে বলা হয় যে "যে নিজেকে এতে নিক্ষেপ করবে সে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে (অর্থাৎ পরকালে তার কোনো হিসাব-নিকাশ থাকবে না)", তবে

www.dawateislami.net

আমার ভয় হয় যে, আগুনের কাছে পৌঁছানোর আগেই আমি যেন খুশিতে মারা না যাই। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ২০৫)

৪৬. মুক্তির পথ

হে বান্দা! দুনিয়া থেকে ঈমান সাথে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তোমার কল্পনা ও ধারণার চেয়েও বেশি কঠিন ও জটিল। কিন্তু তাকদীরে ইলাহীতে এটি নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং এর ফয়সালাকারী প্রবল ও মহাজ্ঞানী। বান্দার জন্য মুক্তির পথ কেবল এটাই যে, "সে বন্দেগিতে (অর্থাৎ ইবাদতে) তার সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করবে, আল্লাহ পাকের রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি ও বিনতি করতে থাকবে। আশা করা যায় আল্লাহ রহমান তার ওপর রহম করে নিজের অনুগ্রহে তাকে নিরাপত্তা নসিব করবেন।" (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠ: ২০৫)

৪৭. জান্নাতের কদর ও মর্যাদা

সেই ব্যক্তির কী অবস্থা হবে যে চিরস্থায়ী জান্নাতে এক বিশাল রাজত্ব চায়? সে কি আল্লাহ পাকের জন্য দুই রাকাত নামায পড়া বা দুই দিরহাম খরচ করা বা দুই রাত জাগাকে অনেক বড় কিছু মনে করে? কখনোই নয়! বরং যদি তার ১০ লক্ষ দেহ, ১০ লক্ষ প্রাণ এবং ১০ লক্ষ জীবন থাকে এবং প্রতিটি জীবনের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর বয়সের সমান হয়, আর সে এই সমস্ত জীবনকে এই মহান লক্ষ্যের (পারলৌকিক রাজত্ব) পেছনে ব্যয় করে তবুও তা অতি নগণ্য। তারপর যদি এর বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সফলতা মিলে যায় তবে এটি অনেক বড় অর্জন এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার ওপর অনেক বড় মেহেরবানী। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ২০৭)

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়াঃ..... 1
দরুদ শরীফের ফযিলত 1
১. আল্লাহ পাককে ধৈর্যশীল বলা কেমন?..... 1
২. হে ভাইয়েরা! ধৈর্য তো জান্নাতুল ফিরদাউসের ধনভাণ্ডার! 2
৩. রাবুবিয়্যাত ও উবুদিয়্যাত-এর অর্থ..... 2
৪. তাওয়াক্কুল সৃষ্টির উপায়..... 2
৫. বিপদে ধৈর্য 3
৬. নফসকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার পদ্ধতি..... 3
৭. সত্য আগ্রহ..... 3
৮. জান্নাতি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য 4
৯. জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এর খোদাভীতি..... 4
১০. দুঃখ তিন প্রকারের..... 4
১১. কখন ভয় এবং কখন আশা থাকা উচিত?..... 5
১২. আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণা 5
১৩. যেমন আশা তেমন কাজ..... 5
১৪. মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা, ধোঁকা ও গাফিলতি..... 6
১৫. কৃপণ ও রিয়াকারের ওপর জান্নাত হারাম 6
১৬. সূরা ওয়াকিয়াহ-এর বরকত 6
১৭. সূরা ওয়াকিয়াহ অল্পেতুষ্টি সৃষ্টি করে..... 7
১৮. আত্মঅহমিকার চিকিৎসা..... 7
১৯. এটি কি প্রকাশ্য ক্ষতি নয়?..... 7
২০. মানুষ কোনো কিছুর মালিক নয়..... 9
২১. মন্দ এবং মূর্খ মানুষ 9
২২. আল্লাহ পাকের জন্য একনিষ্ঠ দুই রাকাত..... 10
২৩. কখনো কি এমন চেষ্টা করেছ?..... 11
২৪. আপাদমস্তক অপরাধী আমি, করুণার দৃষ্টি চাই..... 11
২৫. মকবুল আমলের সওয়াব..... 12
২৬. রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর নিষ্ঠা 12

www.dawateislami.net

২৭. নফসকে ইবাদতের অভ্যাস করান 12
২৮. সবচেয়ে বড় উপহার 13
২৯. শোকর কী? 13
৩০. একটি দ্বীনি মাসআলার স্বাদ 14
৩১. নেয়ামতকে স্থায়ী রাখার উপায় 15
৩২. নেয়ামতের মূল্যায়ন না করা ব্যক্তির অবস্থা 15
৩৩. দুনিয়ার সম্পদ মুসিবত 16
৩৪. আপনজনদের থেকে আরাম-আয়েশের দূরত্ব 17
৩৫. অনেক বড় নেয়ামত 18
৩৬. শোকর আদায়ের সর্বোত্তম বাক্য 18
৩৭. দ্বীনের কদর করুন 19
৩৮. ঈমান রক্ষার দোয়া 19
৩৯. যেন ইসলাম ছিনিয়ে না নেওয়া হয়! 19
৪০. অকৃতজ্ঞতা ধ্বংসের কারণ 20
৪১. এক বছরেই পূর্ণতার মাকাম 20
৪২. ফারূকী আকাঙ্ক্ষা 20
৪৩. মানুষ নির্বোধ 21
৪৪. ঈর্ষণীয় কে? 21
৪৫. অস্তিত্বহীন হওয়ার আনন্দ 21
৪৬. মুক্তির পথ 22
৪৭. জান্নাতের কদর ও মর্যাদা 22

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

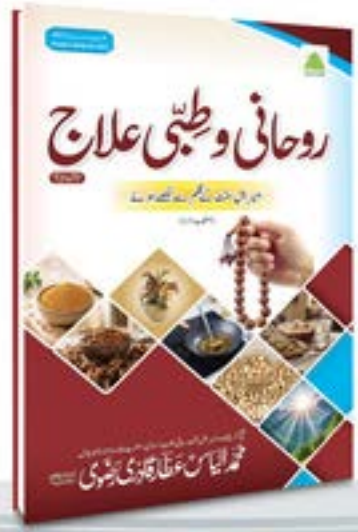

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net